অর্থবছর শেষ হওয়ার ধুয়া তুলে ভোকেশনাল কোর্সের দু'টি প্রকল্পে চলছে লুটপাট

মনির হায়দার

'অর্থবছর শেষ' হওয়ার ধুয়া তুলে ভোকেশনাল কোর্সের দু'টি প্রকল্পে এখন চলছে লুটপাটের হোলিখেলা। ৩ হাজার টাকার জিনিস কেনা হচ্ছে ২৪ হাজার ৫শ' টাকা দরে। অতি নিম্নমানের পণ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে 'বিশ্বমানের' হিসাবে। এ ছাড়া চলতি অর্থবছরের মধ্যে পণ্য সরবরাহের বিষয়টি অনিশ্চিত হওয়া সত্ত্বেও একের পর এক দেয়া হচ্ছে কার্যাদেশ। শোনা যাচ্ছে যে, শেষ মুহূর্তে পণ্যের সরবরাহ পাওয়া না গেলেও ভাগাভাগির স্বার্থে ৩০ জুনের মধ্যেই কার্যাদেশপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে টাকা বা চেক দিয়ে দেয়া হবে কার্যাদেশপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে। এসব ঘটনার সঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরের কিছু অসৎ কর্মকর্তা জড়িত থাকায় বিনা বাধায়ই সব কিছু হচ্ছে। তবে নানামুখী অভিযোগের প্রেক্ষিতে অধিদফতরের মহাপরিচালক গত কয়েক দিনে প্রকল্পের বেশ কিছু কেনাকাটার ফাইল তলব করে নিয়ে গেছেন বলে জানা যায়।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, 'দেশের প্রতিটি থানায় নির্বাচিত বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এসএসসি ভোকেশনাল কোর্স প্রবর্তন প্রকল্প' এবং 'এসএসসি ও এইচএসসি ভোকেশনাল কোর্স প্রবর্তনের লক্ষে ১৩টি নতুন ভিটিআই স্থাপন এবং বিদ্যমান ভিটিআইসমূহের সংস্কার ও উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১৯৯৭ সাল থেকে প্রতিবছরই কোটি কোটি টাকার মেশিনারিজ ও যন্ত্রপাতি কেনা হচ্ছে। মগবাজারের ইস্পাহানী পার্কে বিশাল একটি ভাড়া বাড়িতে প্রকল্প দু'টির অফিস। প্রথম প্রকল্পটির আওতায় চলতি জুন মাস পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে মোট ৮২ কোটি ৭০ লাখ টাকা এবং দ্বিতীয় প্রকল্পে খরচ হয়েছে ৪৬ কোটি ২০ লাখ টাকা। ২০০১-০২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে দু'টি প্রকল্পেই বরাদ্দ ছিল ১২ কোটি টাকা করে। এই টাকায় সারা বছরই কম-বেশি কেনাকাটা হয়েছে। কিন্তু অর্থবছরের শেষ প্রান্তে এসে এখন যেন কেনাকাটার হিড়িক পড়ে গেছে। শিক্ষা প্রশাসনে বহুলালোচিত প্রকল্প দু'টির কেনাকাটার সঙ্গে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে কারিগরি শিক্ষা বিভাগের অনেকেই জড়িত বলে শোনা যায়। প্রকল্প কমিটি, টেন্ডার কমিটি ও টেকনিক্যাল কমিটির কোন কোন সদস্য প্রকল্পের পণ্য সরবরাহ কার্যক্রমে অংশ নিতে নিজেরাই বেনামে প্রতিষ্ঠান খুলে বসেছেন। যাঁরা নিজে ফার্ম খুলতে পারেননি, তাঁরা কোন প্রতিষ্ঠানের উপদেষ্টা বা পরামর্শক হিসাবে যুক্ত আছেন। প্রকল্প দু'টি চালু হওয়ার পর থেকেই এর পণ্য সংগ্রহের প্রায় প্রতিটি টেন্ডারেই নিয়মিত অংশ নিচ্ছেন ঢাকার একটি পলিটেকনিকের অধ্যক্ষ। প্রকল্পসংশ্লিষ্ট তিন কমিটির সদস্যদের সঙ্গে সখ্যের সুবাদে অধিকাংশ টেন্ডারে তিনি কার্যাদেশও পেয়েছেন। বেনামীতে তাঁর রয়েছে দু'টি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান। ঢাকা পলিটেকনিকের এক ওয়ার্কশপ সুপার, যিনি এই প্রকল্পের একটি কমিটির সদস্য। জানা গেছে, এই ওয়ার্কশপ সুপার একই সঙ্গে অন্য একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। এ ছাড়া বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের কারিগরি পরামর্শক পদে অধিষ্ঠিত আছেন তিনি এবং এসব প্রতিষ্ঠান উল্লিখিত প্রকল্প দু'টির বিভিন্ন টেন্ডারে নিয়মিত অংশ নেয়। বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সিডিউলের কাগজপত্রও তিনিই সত্যায়িত করেছেন নিয়মিত। টেন্ডার কমিটির জনৈক সদস্য জানালেন, বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের টেন্ডার সিডিউল চেক করলে দেখা যাবে যে, ঘুরেফিরে এক পলিটেকনিক অধ্যক্ষ আর ঢাকা পলিটেকনিকের এক ওয়ার্কশপ সুপারের হাতেই সত্যায়িত হয়েছে সব কাগজপত্র। অবিশ্বাস্য এসব ঘটনা দিনের পর দিন ঘটেছে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের যোগসাজশেই।

নিম্নমানের পণ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে

এ বছর প্রকল্পের পণ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে বড় অনিয়মের ঘটনাটি ঘটেছে টিভি ট্রেনার ক্রয়ের ক্ষেত্রে। প্রতিটি ২৪ হাজার ৫শ' টাকা দরে কেনা হয়েছে মোট ২শ'টি টিভি ট্রেনার। অথচ বাজারে এসব টিভি ট্রেনারের দাম সর্বোচ্চ ৩ হাজার টাকা বলে জানিয়েছেন কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরের এক কর্মকর্তা। তিনি বলেন, টেন্ডার স্পেসিফিকেশনে এসব পণ্যের যে মান নির্ধারণ করা হয়েছিল বাস্তবে তা না দিয়ে খোলাবাজার থেকে বিক্ষিপ্ত কিছু যন্ত্রপাতি কিনে দেয়া হচ্ছে। ফলে এগুলো আদৌ ছাত্রছাত্রীদের প্রশিক্ষণে কাজে লাগবে কিনা তা নিয়ে সংশয়-সন্দেহ দেখা দিয়েছে। আলোচিত অধ্যক্ষের দুই প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে নেয়া হচ্ছে এসব জিনিস। এ ছাড়া 'ল্যাবরেটরি পাওয়ার সাপ্লাই' নামের একটি জিনিস নেয়া হচ্ছে ৭'শ পিস। প্রতিটির দর ৪ হাজার ২ শ' টাকা করে। টেন্ডার স্পেসিফিকেশনে এগুলো ডিজিটাল কন্ট্রোল ও 'আইএসও-৯০০১' মানের চাওয়া হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে যে পণ্য নেয়া হয়েছে তা এই মানের নয়। মোট ২ কোটি ২০ লাখ টাকার আরেকটি পণ্য সরবরাহের জন্য কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে গত সপ্তাহে, নাম 'ইলেকট্রিক্যাল ইলেকট্রনিক্স সিস্টেম ট্রেনার'। মোট ৯টি প্রতিষ্ঠান অংশ নেয় এতে। তবে এক্ষেত্রেও রহস্যজনক কারণে সর্বনিম্ন দরদাতা বনে যায় ওই অধ্যক্ষের দুই প্রতিষ্ঠান। অভিযোগ আছে যে, কমিটির কোন কোন সদস্যের যোগসাজশে তিনি আগেভাগেই জেনে যান বাকি প্রতিষ্ঠানগুলোর দরের অঙ্ক। সব খোঁজখবর নিয়ে সহজেই তিনি সর্বনিম্ন দরদাতা হওয়ার সুযোগ পান। তবে ৫ শ' পিস ইলেকট্রিক্যাল ইলেকট্রনিক্স সিস্টেম ট্রেনার ক্রয়ের ক্ষেত্রে আরেকটি গুরুতর অভিযোগও আছে। সেটি হলো স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি সিস্টেম ট্রেনারের দাম যেখানে সর্বনিম্ন দেড় লাখ টাকা হওয়ার কথা, সেখানে এখন প্রতিটির দাম ধরা হয়েছে মাত্র ৪৪ হাজার টাকা করে। এ কারনে প্রশ্ন উঠেছে যে, বাস্তবে কি ধরনের জিনিস সরবরাহ করা হচ্ছে এবং এগুলো আদৌ কোন কাজে লাগবে কিনা?

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরের কেন্দ্রীয় মালখানা নারায়ণগঞ্জে। ভোকেশনাল কোর্সের উল্লিখিত দু'টি প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত পণ্যসামগ্রীও সেখানেই রাখা হয়। প্রকল্পের বিভিন্ন কমিটির সদস্যরা মাঝেমধ্যে সেসব পণ্য পরিদর্শনে যান। গত সপ্তাহে মালখানা থেকে ঘুরে এসে এক কর্মকর্তা জানালেন, প্রকল্প দু'টির আওতায় গত ৫/৬ বছরে যেসব পণ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তার অধিকাংশই শিক্ষার্থীদের কোন কাজে লাগবে না। তিনি বলেন, ভয়াবহ রকমের জাল-জোচ্চুরি হয়েছে এসব কেনাকাটায়। স্যাম্পল হিসাবে দেখানো হয়েছে এক জিনিস, আর সরবরাহ করা হয়েছে একেবারে ভুয়া জিনিস। কোন কোন ক্ষেত্রে খোলাবাজার থেকে কিছু লোহালক্কড় কিনে স্টোরে ঢুকিয়ে বিল তুলে নেয়া হয়েছে। অবিলম্বে বিশেষ পদক্ষেপ না নিলে বাকি টাকাগুলোও একইভাবে লুটপাট হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

বিষয়টি সম্পর্কে কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক প্রফেসর আবুল বাশারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, এটা ঠিক যে, বিষয়গুলো নিয়ে কিছু কথাবার্তা উঠেছে। সে কারণে আমি প্রকল্পের বেশ কিছু ফাইল পর্যালোচনা করে দেখছি। তিনি বলেন, আমি দায়িত্বে এসেছি মাত্র ৪/৫ মাস হলো। এর আগে কোন ধরনের অনিয়ম হয়েছে কিনা তা তদন্ত করা হবে। বহুদিনের পুঞ্জিভূত সমস্যার সমাধান হুট করেই হবে না। তিনি বলেন, যেহেতু প্রকল্পের কমিটিগুলোর সদস্যদের নিয়ে কথা উঠেছে, সে কারণে শীঘ্রই এগুলো পুনর্গঠনের উদ্যোগ নেয়া হবে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, অর্থবছরের শেষপ্রান্তে এসে টাকা ছাড় হওয়ায় আমরা কিছুটা সমস্যায় পড়েছি। যদি ৩০ জুনের মধ্যে পণ্যের সরবরাহ না পাওয়া যায় তাহলে আমরা সেসব পণ্য এ বছর নেব না এবং পণ্য না পেয়ে কাউকে বিলও দেয়া হবে না। তিনি বলেন, এর আগের বছরগুলোতে টেন্ডারের স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী পণ্য সরবরাহ করা হয়েছে কিনা সেটা দেখার জন্য আমি নিজেই গত শনিবার সেন্ট্রাল স্টোরে গিয়েছিলাম। আগামী শনিবার স্টোরের কর্মকর্তাদের ঢাকায় ডেকে পাঠিয়েছি। পরবর্তীতে সব পণ্য যাতে স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী নেয়া হয় সেটাও নিশ্চিত করা হবে।

JUN 16 2002